International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-II, March 2026, Page No. 304-311
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.02W.224

ভারতের কাছে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ক্রমবর্ধমান ভূকৌশলগত গুরুত্ব: একটি বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা

সৌমেন মণ্ডল

রাজ্য সরকার অনুমোদিত কলেজ শিক্ষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, শিশুরাম দাশ কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 21.03.2026; Accepted: 24.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The Andaman and Nicobar Islands is a union territory of India, located in the northeast of the Indian Ocean near the Malacca Straits, one of the world's busiest and critical sea channels. The region is of immense economic and military importance to India because of its location at such an important place and its vast natural resources. Using this landmass, India is developing a foreign policy with its Southeast Asian neighbors such as Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Myanmar and implementing the Act East Policy. This article discusses the historical context of Andaman and Nicobar and analyses its growing importance for India. Additionally, the article discusses the importance of the Malacca Straits in the Indian Ocean Region and China's presence in the region.

Keywords: Andaman and Nicobar Islands, Exclusive Economic Zone, Look East Policy, Malacca Strait, Quadrilateral Security Dialogue, Soft Power Diplomacy, Sustainable Development Projects.

ভূমিকা:

জাতি রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নতি ও বিকাশের ক্ষেত্রে সেই দেশের ভৌগলিক অবস্থান, আয়তন, প্রাকৃতিক সম্পদ, জনগণ, জাতীয় নেতৃত্ব প্রভৃতি বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণে এই সকল উপাদানের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে সেই দেশের 'ভৌগলিক অবস্থান'। আমেরিকান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নিকোলাস জন স্পাইকম্যান তার উপদ্বীপীয় শক্তির ধারণায় পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সেই দেশের ভৌগলিক অবস্থানকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। তিনি ভৌগলিক অবস্থানের বিচারে তিন ধরনের রাষ্ট্রের উল্লেখ করেছেন: 'আবদ্ধ রাষ্ট্র বা Land locked states', 'দ্বীপ রাষ্ট্র বা Island states' এবং 'উপকূলবর্তী রাষ্ট্র বা Both land and sea frontier states' (The Geography of Peace by Nicholas J. Spykman, 1944, pp.78). বস্তুত, দ্বীপ রাষ্ট্র এবং উপকূলবর্তী রাষ্ট্রগুলির সম্মুখে উন্মুক্ত জলরাশি বা সামুদ্রিক জলপথ থাকার কারণে এই সমস্ত রাষ্ট্রগুলি তুলনামূলকভাবে বাণিজ্য ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে অধিক সুবিধা লাভ করে। ভারতের তিন দিকে উন্মুক্ত জলরাশি (ভারত মহাসাগর) থাকার কারণে ভারতও এই ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। 'আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ' হল ভারতের

একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল যা ভারতীয় মূল ভূখণ্ড থেকে বহু দূরে ভারত মহাসাগরের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। এই ধরনের অবস্থানের কারণে আন্দামান নিকোবর ভারতের সামুদ্রিক এলাকাকে এবং সামুদ্রিক যোগাযোগকে আরও বৃদ্ধি করে তোলে। এটি ভারতীয় মূল ভূখণ্ড থেকে ১৫০০ কিমি পূর্বে অবস্থিত, যার পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর ও পূর্বে আন্দামান সাগর। আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সর্বমোট আয়তন ৮২৪৯ বর্গকিলোমিটার। ছোট-বড় ৫৭২টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত এই অঞ্চলের কেবলমাত্র ৩২টি দ্বীপে জনবসতি গড়ে উঠেছে। আন্দামান ও নিকোবরকে তিনটি জেলায় বিভক্ত করা হয়েছ– উত্তর ও মধ্য আন্দামান, দক্ষিণ আন্দামান এবং নিকোবর। ১০ ডিগ্রি চ্যানেল আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপকে একে অপরের থেকে পৃথক করেছে। আন্দামান ও নিকোবরের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দক্ষিণ এশিয়ায় শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মায়ানমার, থাইল্যান্ড, মালেশিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্র। আন্দামান ও নিকোবর ভারতের মূল ভূখণ্ডের তুলনায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই সমস্ত দেশগুলোর অনেক কাছাকাছি অবস্থান করছে। উদাহরণস্বরূপ, আন্দামানের সবচেয়ে উত্তরে ল্যান্ডফল দ্বীপ, যা মায়ানমারের কোকো দ্বীপ থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এবং দক্ষিণতম অংশ নিকোবরের ইন্দিরা পয়েন্ট, যা ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা থেকে মাত্র ৮০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এখানকার রাজধানী পোর্টব্লেয়ার, থাইল্যান্ডের রেঙ্গুন থেকে মাত্র ৬৬৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ৮ নটিকাল মাইলের মধ্যে পৃথিবীর ব্যস্ততম পূর্ব-পশ্চিম নৌপথ অবস্থিত, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- Malacca Strait, Preparis Channel, Duncan's Passage, Ten Degree Channel, Six Degree Channel প্রভৃতি। আন্দামান নিকোবর ও মালাক্কা প্রণালী দিয়ে পৃথিবীর মোট সামুদ্রিক বাণিজ্যের বার্ষিক ৮০ শতাংশ এবং ভারতের ৫৫ শতাংশ বাণিজ্য চলাচল করে। আন্দামান নিকোবর মালাক্কা প্রণালী থেকে প্রথম স্থল সংযোগ এবং ভারত মহাসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবেশ দ্বার। প্রাকৃতিক সম্পদ, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ও অন্যান্য খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ আন্দামান নিকোবর ভারতের মূল ভূখণ্ডের মাত্র ০.২% অংশ। কিন্তু মোট এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোনের (EEZ) ৩০ শতাংশ অংশ এই আন্দামান নিকোবরকে কেন্দ্র করে ভারত ভোগ করে। প্রকৃতপক্ষে, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে এসব কারণে পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অঞ্চলের মধ্যে অন্যতম একটি অঞ্চল হিসেবে ধরা হয়।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট:

আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ভূকৌশলগত অবস্থানের কারণে এটি ভারতের কাছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অঞ্চল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির সাথে যোগাযোগ নির্মাণ ও বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে সামুদ্রিক নৌপথের কাছাকাছি আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। তাই ঐতিহাসিক কাল থেকে প্রতিটি নৌশক্তিধর রাষ্ট্র এই অঞ্চলে নিজেদের অস্তিত্ব নির্মাণের প্রয়াস করেছে। দক্ষিণ ভারতের চোল রাজবংশ সুদূর দক্ষিণ-পূর্বে জাভা ও সুমাত্রা দ্বীপে (বর্তমান ইন্দোনেশিয়া) তাদের রাজ্য বিস্তার করেছিল। এর পরবর্তীকালে রাজা রাজেন্দ্র চোল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে তার রাজ্য সম্প্রসারণ করেন এবং এই অঞ্চলের অবস্থানগত গুরুত্ব উপলব্ধি করে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে নৌঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করেন। আধুনিক কালে সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে নাবিকদের কাছে এই দ্বীপ তার বিপুল

প্রাকৃতিক সম্পদ, মশলা, নারকেল ও কাঠের জন্য পরিচিত ছিল। বঙ্গোপসাগর এবং মালাক্কা প্রণালীর মুখে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের কৌশলগত অবস্থানের কারণে ঔপনিবেশিক শক্তি ড্যানিশ সরকার প্রথম এই দ্বীপপুঞ্জ অধিগ্রহণের চেষ্টা করে। মরিশাস এবং সেন্ট হেলেনায় সাফল্য লাভের পর ড্যানিশ সরকার তাদের এশিয়াটিক কোম্পানির মাধ্যমে এই অঞ্চলে প্রবেশ করে। তারা প্রধানত আন্দামানকে জাহাজ নির্মাণের উপযুক্ত অঞ্চল বলে মনে করত এবং এখানে গোলমরিচ, দারুচিনি, আখ, কফি, তুলা, নারকেল, সুপারি প্রভৃতি চাষ করত ও পৃথিবী ব্যাপী এগুলো রপ্তানি করত। ১৮৫১ সালে ড্যানিশ সরকার এই অঞ্চল ত্যাগ করলে ব্রিটিশরা এই অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই অঞ্চলকে নিয়ন্ত্রণ করে। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত জাপান এই অঞ্চল অধিগ্রহণ করে। এছাড়াও আধুনিক বিশ্বশক্তি গুলো পশ্চিম থেকে পূর্বে এবং পূর্বের শক্তিগুলো পশ্চিমের দিকে তাদের কৌশলগত অভিযান এগিয়ে নিয়ে যেতে আন্দামানকে ব্যবহার করেছে, আর এক্ষেত্রে ব্রিটিশরাই ছিল সবচেয়ে প্রভাবশালী। ভারত মহাসাগর অঞ্চলে (IOR) নিজেদের সম্পদ সুরক্ষিত রাখতে তারা এই দ্বীপগুলোর ওপর শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশের হাত থেকে জাপান এই দ্বীপপুঞ্জকে দখল করে নেয়। এবং এই দ্বীপকে সামরিক ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে জাপান এই অঞ্চলে অন্যান্য মিত্র দেশ যেমন বার্মা ও উত্তর-পূর্ব ভারতের ওপর আক্রমণ চালায়। ঐতিহাসিকভাবে, ভারত মহাসাগরে বৃহত্তর শক্তির নৌ ও সামরিক বিস্তারের ক্ষেত্রে এই দ্বীপপুঞ্জের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। পরবর্তীকালে ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতে অর্জনের ফলে এই অঞ্চল ব্রিটিশদের থেকে ভারতীয় ভূখণ্ডের অন্তর্ভূক্ত হয়। তবে তৎকালীন সময়ে ভারত সরকারের উদাসীনতা, সঠিক নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভাবে এই অঞ্চলের উন্নয়ন বিলম্বিত হয়েছে।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ক্রমবর্ধমান কৌশলগত গুরুত্ব:

ঠান্ডা যুদ্ধ পরবর্তী আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিশ্বায়নের ঢেউয়ের কারণে ভূকৌশলগত ও নিরাপত্তা পরিমণ্ডলে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। ৯০-এর দশক থেকে ক্রমবর্ধমান বিশ্বায়নের প্রভাব এবং জাতি রাষ্ট্রগুলোর উন্নয়নের স্পৃহা ভারত মহাসাগর অঞ্চলকে এক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে রূপান্তরিত করে তুলেছে। ঠান্ডা যুদ্ধের পর্বে বৃহৎ শক্তিধর দেশগুলো যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, রাশিয়া, চীন, ব্রিটেন এই অঞ্চলে নিজেদের ক্ষমতার প্রদর্শন করেছে এবং এই অঞ্চলে নিজেদের উপস্থিতি ও আধিপত্য নির্মাণের প্রয়াস করেছে। এইরকম এক পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে, ভারত সরকার তার পররাষ্ট্র নীতি ও প্রতিরক্ষা নীতিতে আমূল পরিবর্তন আনে। ভারত দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তার প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে বৈদেশিক সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়াস করে। ভারত মহাসাগর অঞ্চলের গুরুত্ব উপলব্ধি করে কেন্দ্র সরকার সামুদ্রিক নিরাপত্তায় বিশেষ জোর দেয়। ভারত মহাসাগরে ভূকৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ভারতীয় ভূখণ্ড আন্দামান নিকোবরের অবস্থানের কারণে ভারত এই অঞ্চলে ব্যাপক সুবিধা ভোগ করে। আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক বাণিজ্যিক পথ 'মালাক্কা প্রণালীর' কাছাকাছি অবস্থানের কারণে ভারত খুব সহজেই এই অঞ্চলে জলপথের ওপর পর্যবেক্ষণ ও বিদেশী জাহাজের ওপর নজরদারি চালাতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ এই পথ দিয়ে অধিকাংশ নৌযান দক্ষিণ চীন সাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে চলাচল করে। তাই, এই অঞ্চলের সামুদ্রিক নিরাপত্তা ও ভারতের জাতীয় স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য ২০০১ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপায়ীর

নেতৃত্বে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনীর সমন্বয়ে ভারতের প্রথম এবং একমাত্র 'ট্রাই সার্ভিসেস কমান্ড' প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারত সরকার এই অঞ্চলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও সামুদ্রিক বন্ধুত্বের বন্ধনকে মজবুত করতে এবং সাধারণ সামুদ্রিক বিষয়গুলোতে মতামত বিনিময় করতে ১৯৯৫ সাল থেকে আন্দামানের পোর্টব্লেয়ারে দ্বিবার্ষিক নৌমহড়ার আয়োজন করে, যা 'Milan Exercise' নামে পরিচিত। ভারত মহাসাগর অঞ্চলের উপকূলবর্তী দেশগুলোর মধ্যে সামুদ্রিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে ২০০৮ সালে ভারত সরকার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যা হল- Indian Ocean Naval Symposium (IONS) -এর প্রধান উদ্দেশ্য হল আঞ্চলিক স্তরে প্রাসঙ্গিক সামুদ্রিক বিষয়গুলো নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা। উপকূলবর্তী ৩৫টি সদস্য রাষ্ট্রে IONS-এর দ্বিবার্ষিক নৌ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ভারত এই অঞ্চলের সুরক্ষার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ১৯৯২ সাল থেকে Malabar Exercise, সিঙ্গাপুরের সাথে 'Simbex' এবং জাপানের সাথে ২০১২ সাল থেকে 'Jimex' দ্বিপাক্ষিক নৌমহড়া দিয়ে আসছে। এছাড়াও ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়ার সাথে ভারতীয় নৌবাহিনী যৌথ সহযোগিতামূলক নৌমহড়া Coordinated Patrols Exercise (CORPAT) আয়োজন করে। ২০০৭ সালে ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং অস্ট্রেলিয়ার যৌথ প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে চতুর্পাক্ষিক নিরাপত্তা সংলাপ যা সাধারণত Quadrilateral Security Dialogue (QUAD) নামে পরিচিত। এই অঞ্চলে নিরাপত্তা, সামরিক সুরক্ষা, অর্থনৈতিক বিষয়, অবকাঠামো (Infrastructure) এবং প্রাযুক্তিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে সহযোগিতার মাধ্যমে একটি উন্মুক্ত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক 'Indo-Pacific' অঞ্চল গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই QUAD গঠন করা হয়। ভারত এই অঞ্চলের নিরাপত্তা সুরক্ষিত করতে আন্দামান নিকোবরে সাতটি ভারতীয় নৌঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করেছে এবং অনেকগুলি 'Naval Air Station' প্রতিষ্ঠা করেছে, যেমন উত্তর আন্দামানে ডিগলিপুরে INS Kohasa, দক্ষিণ আন্দামানের পোর্টব্লেয়ারে INS Jarwa, Car Nicobar Air Station, কামোর্তা দ্বীপে INS Kardip এবং গ্রেট নিকোবরে 'INS Baaz'. আন্দামান নিকোবর অঞ্চলের বিশেষ সামরিক গুরুত্ব থাকায় এখানে ভারত সরকার সর্বোত্তম সক্ষমতা সম্পন্ন সামরিকীকরণের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ২০১৯ সালে ভারত সরকার সামরিক বাহিনী, যুদ্ধজাহাজ এবং বিমান সংযোজনসহ আন্দামানকে শক্তিশালী করতে ৫৬৫০ কোটি টাকার বিশেষ সামরিক পরিকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

ভারতের কাছে কূটনীতি, সামুদ্রিক অঞ্চলে স্থিতিশীলতা ও শান্তি বজায় রাখার ক্ষেত্রে ছোট দ্বীপ রাষ্ট্রগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অঞ্চলে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব মোকাবিলা করতে ভারত ছোট দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে 'Soft Power Diplomacy' গ্রহণ করে চলে, যা ভারতের ভূরাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং পশ্চিমে লাক্ষাদ্বীপ থাকার কারণে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে ভারতের অবস্থান, এরকম একটি কেন্দ্রস্থ অঞ্চলে ভারতের ভূখণ্ড থাকার কারণে ভারত এই অঞ্চলে ব্যাপক সুবিধা ভোগ করে। দীর্ঘদিন ধরে ভারত আন্দামান অঞ্চলে নিজের সামুদ্রিক শক্তিকে উন্নত করেছে এবং এই অঞ্চলে নিরাপত্তা প্রদানে সক্ষম একটি শক্তি হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলেছে। ভারত এই অঞ্চলের উপকূলবর্তী রাষ্ট্রগুলোর সাথে বহুমুখী সম্পর্ক যেমন নিরাপত্তা সহযোগিতা, মানবিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক বিকাশ, দুর্যোগ মোকাবিলা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য বিষয়ে উন্নয়নের

নীতি গ্রহণ করেছে। উপকূলবর্তী রাষ্ট্রগুলো যেমন মালদ্বীপ, মাদাগাস্কার, মরিশাস, সিঙ্গাপুরের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠার ফলে ভারত সমগ্র ভারত মহাসাগর জুড়ে সামরিক মহড়া ও গুরুত্বপূর্ণ জলপথগুলোর ওপর নজরদারি চালাতে পারে। ভারত ২০১৫ সালে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সামুদ্রিক নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে Security and Growth for All in the Region (SAGAR) প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এই নীতির প্রধান লক্ষ্য হল অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা, বাণিজ্যিক সংযোগের উন্নতি, পরিবেশের সুরক্ষা, জলদস্যুর আক্রমণ ও সামুদ্রিক সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ করা। আন্দামান নিকোবর অঞ্চলকে ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও সামরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে মনে করা হয়, প্রোফেসর অপরাজিত বিশ্বাসের মতে "Andaman and Nocobar Islands provides the key to the eventual success of India's 'Look East Policy' enunciated by the prime Minister Narasimha Rao in 1990s"(Andaman and Nicobar islands: India's untapped strategic assets' by sanat Kaul, 2014. pp. 159) অর্থাৎ তার মতে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ হল ভারতের 'পূবে তাকাও নীতির' মূল চাবিকাঠি। বিশেষ করে ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতের 'Look East Policy'-র বর্ধিত মডেল হিসেবে 'Act East Policy'-এর সূচনা করলে এই অঞ্চলের গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়।

এই অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক সম্পদের সম্ভারের দিকে তাকিয়ে ভারত এখানকার অর্থনৈতিক বিকাশের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ভারত সরকার এখানে স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে মেরিকালচার ও অ্যাকোয়া কালচার যেমন- মৎস্য চাষ, লবণাক্ত জলের চিংড়ি, শামুক, ঝিনুক ও অন্যান্য জলজ জীব ও উদ্ভিদ চাষ, সামুদ্রিক শৈবাল চাষ, মশলা, কাঠ ও নারকেল প্রভৃতি চাষের ওপর জোর দিয়েছে। জৈব ও নারকেলের ওপর নির্ভর বিভিন্ন কুটির ও হস্তশিল্পের বিকাশের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এবং টেলিযোগাযোগ ও বিদ্যুৎ সংযোগ ও সরবরাহের উদ্দেশ্যে আন্দামানে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ করেছে। আন্দামান নিকোবরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, জীব বৈচিত্র ও মনোরম পরিবেশ বিদেশী পর্যটকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণের তাই ভারত সরকার এখানকার পর্যটন শিল্পকে উন্নত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকারি ও বেসরকারি সহযোগিতায় এখানে পর্যটন শিল্পের জন্য পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, সড়ক ও বিমানবন্দর নির্মান, বিলাসবহুল হোটেল ও রিসোর্ট গড়ে তোলা হয়েছে।

মালাক্কা প্রণালীর গুরুত্ব:

হরমুজ প্রণালী, মালাক্কা প্রণালী, বাব-এল-মান্দেব প্রণালী, জিব্রাল্টার প্রণালী, ইংলিশ চ্যানেল, সুয়েজ খাল, পানামা খাল প্রভৃতি হল পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য নৌপথ, যেগুলোর মাধ্যমে অধিকাংশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলাচল করে। ৯০০ কিলোমিটার দীর্ঘ মালাক্কা প্রণালী হল পৃথিবীর অন্যতম ও ব্যস্ততম নৌপথ। এটি পশ্চিমে আন্দামান সাগরের মাধ্যমে ভারত মহাসাগরকে এবং পূর্বে সিঙ্গাপুর প্রণালীর মাধ্যমে দক্ষিণ চীন সাগরকে সংযুক্ত করে। এই মালাক্কা প্রণালী পূর্ব এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে জাহাজ পৌঁছানোর সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথ। এই অঞ্চলে মালাক্কা প্রণালীর দুটি বিকল্প প্রণালী রয়েছে: প্রথমত, ইন্দোনেশিয়ায় সুন্দা প্রণালী এবং দ্বিতীয়ত, লম্বক প্রণালী। তবে এই দুই প্রণালী থেকে মালাক্কা প্রণালী অধিক জনপ্রিয়, কারণ এটি জলপথকে অনেক সংক্ষিপ্ত করে এবং এই দুই প্রণালীর ট্রপিকাল জিওগ্রাফি জাহাজ চলাচলের জন্য উপযুক্ত নয়। মালাক্কা প্রণালী ব্যবহার করলে জাহাজগুলোর প্রায় চার দিনের সময় সাশ্রয় হয়। এই মালাক্কা প্রণালী দিয়ে মধ্য

এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে তৈলবাহী জাহাজ দক্ষিণ চীন সাগরে প্রবেশ করে। প্রতি বছর এই প্রণালী দিয়ে প্রায় ৬০০,০০০ থেকে ১০,০০,০০০ পণ্যবাহী জাহাজ চলাচল করে। আর ভারতীয় ভূখণ্ড আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ মালাক্কা প্রণালীর নৌপথের উত্তর প্রবেশদ্বার থেকে মাত্র ১৪০ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত হওয়ার কারণে ভারত খুব সহজেই আন্তর্জাতিক নৌচলাচলের ওপর নজরদারি করতে পারে।

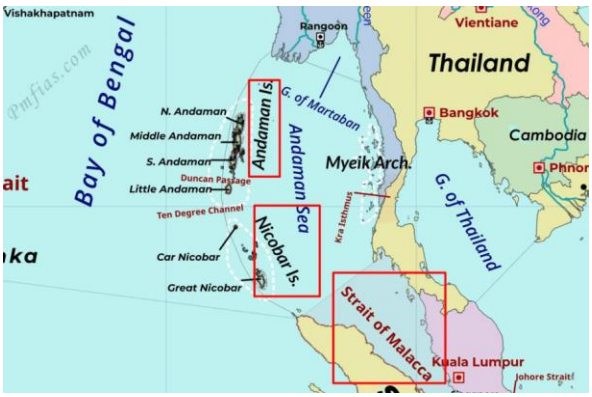

আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, চিত্র – ১

(Source: https://www.pmfias.com/strategic-projects-in-andaman-and-nicobar-islands/ accessed on 21 March 26)

ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব:

১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধে ভারতের পরাজয় ও ধারাবাহিক কূটনৈতিক অসফলতার পর পররাষ্ট্রনীতির সবল ও দুর্বল দিকগুলি চিহ্নিত করে ভারত সেগুলি সংশোধনের প্রয়াস করেছে। ১৯৯১ সালের পরে ভারত তার প্রতিবেশী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক মজবুত করার উদ্দেশ্যে 'Look East Policy' বা পূবে তাকাও নীতি গ্রহণ করেছে। এই নীতি বাস্তবায়ন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সাথে সংযোগ নির্মাণের ক্ষেত্রে ভারত আন্দামান ও নিকোবরকে কাজে লাগিয়েছে। ২০০১ সাল থেকে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক বিকাশ, যোগাযোগ, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির পাশাপাশি এই অঞ্চলের সার্বিক বিকাশের দিকেও জোর দিয়েছে। চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতি দেশগুলো মধ্যপ্রাচ্য থেকে সর্বাধিক তেল আমদানি করে মালাক্কা প্রণালী দিয়ে। চীনের অভ্যন্তরীণ ক্রমবর্ধমান তেলের চাহিদার জোগান দিতে চীন প্রতিদিন প্রায় ১১-১২ মিলিয়ন ব্যারেল ক্রুড অয়েল বা অপরিশোধিত তেল আমদানি করে। তাই এই অঞ্চলটিকে সুরক্ষিত রাখা চীনের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ২০২০ সালের তথ্য অনুযায়ী চীন ৯০ দিনের তেল সংরক্ষণ করার ক্ষমতা তৈরি করে রেখেছে এবং বর্তমানে ২০২৬ সালে তা বেড়ে প্রায় ১১০ থেকে ১৪০ দিনের তেল মজুত করার ক্ষমতা তৈরি করেছে, যা যেকোনো যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে মালাক্কা প্রণালী বন্ধ হলে তেলের ভাণ্ডার সুরক্ষিত রাখতে সহায়ক হবে। চীনের বাজারে এই বিপুল পরিমাণ তেলের যোগানকে সুরক্ষিত রাখতে চীন তার সমস্ত নৌপথের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে চলেছে। আর এই উদ্দেশ্যে চীন দক্ষিণ চীন সাগরের ৯০ শতাংশ অংশে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে ভারত মহাসাগরের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে এবং আন্দামান ও নিকোবর অঞ্চলে নিজের কার্যকলাপ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াচ্ছে, যা ভারতের কাছে উদ্বেগের কারণ। চীন তার গবেষণা সাবমেরিন এবং আন্ডারওয়াটার ড্রোনের মাধ্যমে এই অঞ্চলে

নজরদারি চালাচ্ছে। এছাড়া এই অঞ্চলে নিজের আধিপত্য গড়ে তুলতে 'স্ট্রিং অব পার্ল' নীতি' গ্রহণ করেছে এবং ভারত মহাসাগরের ওপর দিয়ে 'Maritime Silk Route' গড়ে তুলেছে। চীন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও সামরিক বিস্তারের উদ্দেশ্যে মিয়ানমারে কিয়াউকপিউ বন্দর, মালদ্বীপ, কম্বডিয়া, ও জিবুতিতে নৌঘাঁটি এবং বাংলাদেশে চট্টোগ্রাম বন্দর, শ্রীলঙ্কায় হাম্বানটোটা বন্দর, পাকিস্তানে গওদার বন্দর গড়ে তুলেছে। তাই সাম্প্রতিক কালে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীনের এধরনের কার্যকলাপ ভারতের সামনে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সম্মুখে প্রধান চ্যালেঞ্জ:

ভারতের কাছে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কৌশলগত ব্যাপক গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও এর উন্নয়নের সম্মুখে বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ বা প্রতিবন্ধকতা লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় মূল ভূখণ্ড থেকে বহুদূরে ভারত মহাসাগরের কেন্দ্রে আন্দামানের অবস্থানের কারণে এখানে স্থলপথে যোগাযোগের কোনো মাধ্যম নেই, তাই মূল ভূখণ্ড থেকে উন্নয়নের সামগ্রী কিংবা পণ্য পরিবহণ অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। তাছাড়া আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা না থাকায় বৈদেশিক যোগাযোগ ও বিদেশী পর্যটক সহজে আন্দামানে প্রবেশ করতে পারেনা। বিদেশী পর্যটকদের আন্দামানে আসতে হলে ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে ডোমেস্টিক বিমানের মাধ্যমে এখানে পৌঁছাতে হয়, যা পর্যটন শিল্পে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ভূমিকম্প, সুনামি, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিধস প্রভৃতি এই অঞ্চলের প্রধান শত্রু, এই ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ এখানকার স্বাভাবিক উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করে। এখানকার ক্রমাগত জলবায়ুর পরিবর্তন ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ভারতের কাছে প্রধান উদ্বেগের কারণ। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রতি বছর গড়ে প্রায় ১.৭ mm থেকে ৩.৪ mm বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা আন্দামান নিকোবরের জন্য অত্যন্ত ভয়ের। তাছাড়া এই অঞ্চলে সামুদ্রিক জলদস্যুদের আক্রমণ, বাণিজ্যিক জাহাজ লুট এবং সামুদ্রিক সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ভারতের কাছে চিন্তার বিষয়, এই ধরনের কার্যকলাপ রুখতে ভারতীয় নৌবাহিনী ক্রমাগত প্রয়াস চালাচ্ছে।

মূল্যায়ন:

আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ভারতের অর্থনৈতিক এবং সামরিক দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অঞ্চল। এটি ভারতের 'Exclusive Economic Zone' এবং সামুদ্রিক পরিধিকে অনেকাংশে বাড়িয়ে তোলে। ভারত সরকার এই অঞ্চলের স্থিতিশীল উন্নয়নের দিকে গুরুত্ব দিয়ে নীতি নির্ধারণ করছে। ২০১৮ সালে এই দ্বীপপুঞ্জের 'Sustainable Development Index' বা স্থিতিশীল উন্নয়ন সূচক ছিল ৫৮ শতাংশ। ভারতীয় নীতি আয়োগ ২০১৯ সালে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে, যেখানে ভারত সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে এই উন্নয়ন সূচক ১০০ শতাংশে পৌঁছানোর লক্ষ্য গ্রহণ করেছে। এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ভারত সদা তৎপর, আর এই উদ্দেশ্যে ভারত আন্দামানের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলোর সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার যৌথ প্রয়াস চালাচ্ছে। ভারতের সাথে এই অঞ্চলে অন্যান্য দেশের সামুদ্রিক সীমানা সংক্রান্ত যে সমস্যা ও মতবিরোধ ছিল, ভারত তার সমাধান করেছে। যেমন ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, মিয়ানমার, এবং শ্রীলঙ্কার সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে দ্বিপাক্ষিক ও ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের মাধ্যমে ভারত তার সীমানা নির্ধারণ করেছে। তবে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের এই সামুদ্রিক সীমানা

নির্ধারণের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা আজও অমীমাংসিত রয়ে গেছে, আশা করা যায় তা ভবিষ্যতে সমাধান হয়ে যাবে। বস্তুত, ভারতের সঠিক নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভাবে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে উন্নয়ন ঘটেছে ধীরগতিতে এবং অনেক দেরিতে। বেশিরভাগ মানুষের কাছে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এখনও কেবলমাত্র একটি পর্যটন গন্তব্য, মূল ভূখণ্ড থেকে অনেক দূরে অবস্থানের কারণে স্থায়ী বসবাসের জন্য এখানে তেমন জনবসতি গড়ে ওঠেনি। উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির মতো ভারত সরকার এই অঞ্চলের গুরুত্বকে অনেক পরে উপলব্ধি করেছে এবং এর উন্নয়নের দিকে দৃষ্টিপাত করেছে। এই দ্বীপপুঞ্জের গুরুত্বকে যদি ভারত সরকার আগে উপলব্ধি করতে পারতো তবে এই অঞ্চল আরও সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠত এবং ভারত এই ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বৃহত্তর শক্তি হিসেবে একাধিপত্য কায়েম করতে পারতো। তবে বর্তমানে এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ভারত সরকার সর্বোত্তম প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ২০২১ সালে ভারতীয় নীতি আয়োগ আন্দামান নিকোবরের উন্নয়নের লক্ষ্যে 'The Great Nicobar Project' নামক প্রকল্প গ্রহণ করেছে, যার মূল উদ্দেশ্য হল আগামী ৩০ বছরের মধ্যে এই অঞ্চলের আমূল পরিবর্তন ঘটানো। ৭২ থেকে ৮১ হাজার কোটি টাকার এই মেগা প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল এই অঞ্চলে একটি আন্তর্জাতিক কন্টেনার ট্রান্সশিপমেন্ট টার্মিনাল, বেসামরিক ও সামরিক ব্যবহার উপযোগী গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর, বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং আবাসিক ও বাণিজ্যিক উন্নতির জন্য টাউনশিপ গড়ে তোলা। অর্থাৎ এই অঞ্চলের ভূকৌশলগত গুরুত্বকে মাথায় রেখে ভারত এখানে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে।

তথ্যসূত্র:

1. Bose, Sohini, Basu, Anusua. The Andaman and Nicobar Islands; Indian Territory and regional potential. Observer Research Foundation, 2021.
2. Kaul, sanat, Andaman and Nicobar Islands: India's untapped strategic assets. Pentagon Press, 2014.
3. Kumar, Jitendra, Muralidharan, A. Transforming the Islands through Creativity and Inovetion. Niti Ayog, Horwath HTL France and Crowe Horwath HTL Consultants Private Limited, 2019.
4. Kukreja, Dhiraj. Andaman and Nicobar Islands: A security challenge for India. Indian defense review, volume 28, January 2013.
5. Habibullah, Narayanan. Compulsion of India's security; a plea for geographic demographic defense, 1984.
6. Raha, Manish kumar, Chandra, Palash. Security, political autonomy and development of Andaman and Nicobar Islands. Concept Publishing Company Pvt. Ltd., 2018.
7. Kalbali, Puja. Importance of Andaman and Nicobar Island to boost economic and strategic value. 2020.
8. Government of India. Prime Minister's Keynote Address at Shangri La Dialogue. Media Center. Ministry of External Affairs, June 01, 2018.